



233663 - স্যালাইন, ভিটামিন ইনজেকশন ও শরিতে পুশকৃত ইনজেকশন ক'রোযা নষ্ট করবে?

প্রশ্ন

স্যালাইন, ভিটামিন ইনজেকশন, শরিতে পুশকৃত ইনজেকশন ও সাপোজিটরি ব্যবহারে ক'রোযা ভাঙবে? আমি অগ্রগণ্য অভিমতটি জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যা কিছু পানাহার, কথিবা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সটোই রোযা ভাঙকারীর অন্তর্ভুক্ত। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“রোযা ভাঙকারী বিষয় অনেকে। এর মধ্যে রয়েছে- ইচ্ছাকৃত পানাহার। পানাহারের অধীনে পড়বে প্রত্যেকে খাদ্য বা পানি যা পটে প্রবেশ করে। রাইস টিউবের মাধ্যমে নাক দিয়ে যা পটে পৌঁছানো হয় সটোও এর অধিভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে খাদ্যের বকিল্প ইনজেকশনও এর অধিভুক্ত হবে।”[ফাতওয়াল লাজনা আদ-দায়মি (৯/১৭৮)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“রোযা ভাঙকারী বিষয়গুলো হচ্ছে- খাওয়া ও পান করা: সে খাদ্য বা পানীয় যে শরীরেই হোক না কেন। খাওয়া ও পান করার অধিভুক্ত হবে ইনজেকশনসমূহ। অর্থাৎ ঐ সকল ইনজেকশনসমূহ যগুলো শরীরে পুষ্টি যোগায় কথিবা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে যে শক্তি অর্জিত হয় এসব ইনজেকশনের মাধ্যমেও একই শক্তি অর্জিত হয়। তাই এগুলো রোযা ভাঙ করবে...।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়লিলি উছাইমীন (১৯/২১)]

তনি আরও বলেন:

আলমেগণ মুফাত্তরিতে বা রোযা ভাঙকারী বিষয়গুলোর অধিভুক্ত করছেন ঐ সব বিষয়কে যগুলো পানাহারের পর্যায়ে পড়ে। যমেন- পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন। যে সকল ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীর চাঙা হয় কথিবা রোগ মুক্ত হয় এটি সিসেব ইনজেকশন নয়। বরং এটি হচ্ছে পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন; যা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। এ আলোচনার ভিত্তিতে যে সব



ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয় সগেলো রোযা ভাঙ করবে না। চাই সে ইনজেকশন রগে দ্যো হোক কথিবা রানে দ্যো হোক কথিবা অন্য কোন স্থান দিয়ে দ্যো হোক।[শাইখ উছাইমীনরে ‘মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১৯/১৯৯)]

দুই:

কছু কছু রোগীকে রগ দিয়ে যে স্যালাইন পুশ করা হয় এটি রোযা ভাঙ করবে। কেননা এটি খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। (কারণ এর মধ্যে লবণ ও তরল রয়েছে) যা পটে প্রবেশ করবে এবং এর দ্বারা শরীর উপকৃত হবে।

তনি:

ভটিমনি ইনজেকশন ও রগে পুশ করা ইনজেকশন:

যদি এ সকল ইনজেকশন শরীরকে চাঙা করার জন্য, ব্যথ্যা দূর করার জন্য, কথিবা লাঘব করার জন্য, জ্বর কমানোর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং এটি পুষ্টগুণ সম্পন্ন না হয় তাহলে এসব ইনজেকশনের কারণে রোযা ভাঙ হবে না।

পক্ষান্তরে, যদি পুষ্টগুণ সম্পন্ন হয় তাহলে এটি রোযা নষ্ট করবে। কারণ এটি খাবার ও পানীয়ের স্থলাভিষিক্ত; তাই এটাকে খাবার ও পানীয়ের হুকুম দ্যো হবে।

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমিটি বলেন: চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রোযাদারের জন্য রমযানরে দিনের বেলায় পশৌতে ইনজেকশন দ্যো জায়যে আছে। কিন্তু, রোযাদারের জন্য খাদ্য-ইনজেকশন গ্রহণ করা নাজায়যে। কেননা ইনজেকশন গ্রহণ করা খাবার-দাবার গ্রহণ করার ন্যায়। তাই এ ধরণে ইনজেকশন গ্রহণ করা রমযান মাসে রোযা ভাঙার একটা একটা কটৌশল। যদি পশৌতে ও রগরে ইনজেকশন রাতরে বেলায় দ্যো যায় তাহলে সটো উত্তম।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র থেকে (১০/২৫২) সমাপ্ত]

চার:

সাপোজটির রোযা ভাঙে না। কারণ এটি চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করা হয়। এটি খাবার ও পানীয় এর মধ্যে পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রোযাদার ব্যক্তি অসুস্থ হলে গৃহ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশকৃত সাপোজটির ব্যবহারে কোন গুনাহ নহে। কেননা এটি পানাহার নয় এবং পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়। শরিয়ত প্রণতো আমাদের উপর শুধু পানাহার করা হারাম করছেন। অতএব, যা কছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সটোকে পানাহারের হুকুম দ্যো হবে। আর যা কছু এরকম নয় সগেলো শব্দগত কথিবা অর্থগতভাবে পানাহারের অধীনে পড়বে না। ফলে সগেলোর জন্য পানাহারের হুকুমও সাব্যস্ত হবে না।[ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন



(১৯/২০৪]

আরও জানতে দেখুন: [37749](#) নং ও [38023](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।